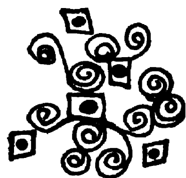


প্রথম প্রকাশ জুলাই।১৯৬০

প্রকাশক নির্মলেন্দু দাশগুপ্ত সাহিত্য ১৮ পদ্মপুকুর রোড কলকাতা ২০ □ মুদ্রক রঞ্জিতকুমার দত্ত নবশক্তি প্রেস ১২৩ আচার্য জগদীশ বসু রোড কলকাতা ১৪ □ প্রচ্ছদপট ও ব্লক শোভন সোম □ প্রচ্ছদপট মুদ্রক সুধাকর ডিখোলকর তাকওয়ালে প্রিন্টিং প্রেস নেতাজী মার্কেট নাগপুর ১ মহারাষ্ট্র □ নামপত্র লিপি মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

উৎসর্গ

কে বলে দ্বিপ্রহর নিঃস্ব রেখেছ বিকল্পহীন গ্রীষ্ম
স্বরবিদ্ধ চেতনা মন শ্রবণ ……

অবিস্মরণীয়

জানালার ফ্রেমে আটকানো ছবি—টুকরো আকাশ—
ক্ষীণ অবকাশ
নানা রঙ মেঘে সোনালী রূপালী ধূসর দিনের
কণা কণা স্বাদ। কোথাও কী এর
বাইরে যাবার পথ জানা নেই!
কে যেন বল্লে,—এই দিকে, এই!
কে কথা বল্লে!—জারুলের ডালে বেগনি হাওয়ার
ফিস্ ফিস্ ডাক বাইরে যাওয়ার।

বিলি দেয় চুলে, ঘাসের শিরায়
দুষ্টু আঙুল। আমার কী দায়।
দুষ্টু মেয়ের অবুঝ ছলনা বিকেল বেলার
অবাধ খেলার।

জানালার ফ্রেমে আটকানো ছবি—চৌকো আকাশ
নীল, ঘন নীল। ভাসবে বিশাল জ্যোৎস্নার হাঁস।
কী করে যে লিখি, কাগজ ওড়ায় অবুঝ বাতাস!
অবুঝ বাতাস ফের সব কথা মনে তোলে বুঝি!
অন্ধ গলিতে হাতড়িয়ে খুঁজি
দরোজা কোথায়, হারানো বিকেল
জারুলের রঙ বেগনি শাড়িটা, যেন উদ্বেল
ফুল ফোটা এক উদ্ধত ডালে ভোমরার ভিড়!

হাওয়া ছুঁড়ে মারে বিষাক্ত তীর।

সমুদ্রের তীরে বসে

সমুদ্রের তীরে বসে আমরা ক'জন
বালিতে কেটেছি দাগ। পাখির কূজন
থেমে গেলে জ্যোৎস্না রাতে সবুজ ঢেউয়ের দিকে চেয়ে
ছিলাম নির্বাক।
যদি স্মৃতির অস্পষ্ট গলি বেয়ে
ফিরে যাই, গিয়ে যদি কড়া নাড়ি,
খুলে তুমি দেবে কী দরোজা!
—জানিনা, পুরোনো গল্প হতে পারে অর্থহীন বোঝা।

সেপ্টেম্বর। ১৯৫৩

সুদূর

সমস্ত চেতনা জুড়ে বাজে কোন সুর
বিষণ্ণ মধুর
ডাক শুনি সমুদ্রের অশ্রান্ত কল্লোলে
অন্ধকারে বুকে যার অগনন দীপ্ত তারা জ্বলে।
লঘু পায়ে হেঁটে হেঁটে চলেছে সময়
যেন মনে হয়
কে ডাকে, কে ডাকে
যেদিকে বাড়াই হাত যেন ছুঁই কাকে।
হৃদয়ের গভীর প্রদেশে
সাড়া তোলে কার হাওয়া এসে
আমার তন্দ্রার তারে আঙুলে যে কার
অব্যক্ত ব্যথায় কাঁপে কোমল গান্ধার।
আমি তো পাই না তবু তাকে
বৃথাই কেবল খুঁজে হারাই আমাকে।

সিলভার ওক

মাটিতে মাটিতে প্রীতি, দেশি ভিন্নদেশি
এক সূত্রে গাঁথা—
এক হাওয়া বৃক্ষ থেকে বৃক্ষে প্রবাহিত
শিকড়ে শিকড়ে এক প্রাণরস স্নিগ্ধ সঞ্চারিত
স্নেহময়ী বসুন্ধরা মাতা—
সহজ প্রাণের টানে এ-ওর স্বচ্ছন্দ প্রতিবেশী।
একই আকাশ ঊর্ধ্বে, শুভ্র শ্যাম মেঘের সম্ভার,
উজ্জ্বল ঘনিষ্ঠ দিন, রজনী নিবিড় অন্ধকার—
তবে কিনা আছে কেউ এখানে, ওখানে থাকে কেউ,
কেউ খড় শুকনো মাঠে, কেউ গোনে সমুদ্রের ঢেউ,
ঝিরিঝিরি পাতার দোলায়—
কেমন সানন্দে ওরা যোগ দেয় ঋতুর খেলায়।
প্রাকৃতিক পরিবেশ ভিন্ন
একই জল হাওয়া আর আলোর অসীম দাক্ষিণ্য
সমতায় ঝরে
পাতায়, শাখায়, ফুলে, ফলে আর শিকড়ে শিকড়ে।

আমার জানালা খোলা, সামনে ঐ শিশুতরু সিলভার ওক
থরথর পাতায় হাওয়া বলে মুগ্ধ মর্মরিত শ্লোক
নিবিড় বৃষ্টির মত আলো
অকৃপণ ধারে ঢেলে প্রসন্ন সকাল তাকে কেমন ভরালো—
আমার দেশের শীত দিলো স্নেহ আছে যতোটুকু
হিমের আঙুলে প্রীতি : যেন মা'র কোলে ছোটো খুকু—
আর
সব চেয়ে অবাক হবার,—
সে আমার ছন্দে হলো বৃতা
বাঙালী কবির কণ্ঠে উচ্চারিত বিমুগ্ধ কবিতা।

কোনো মুহূর্তে

হঠাৎ কোরোনা কোনো আশা
বাসনার হীরামন পাখি
ডানা ভেঙে যদি আসে ফিরে !
কারো কাছে রেখোনা প্রত্যাশা
পরিয়োনা মমতার রাখি
সে-রাখি সে যদি ফেলে ছিঁড়ে !
আলোয় খচিত দিনগুলি
বোলাবে কী সাবলীল তুলি
হৃদয়ের রঙহীন পটে !
আসলে রাখোনা কোনো খোঁজ
কেননা প্রেমের পঙ্কজ
কদাচিত কারো মনে ফোটে।
দেখবে বেরিয়ে ভীরু পায়
পথে পথে জটিল ধাঁধায়
মন খালি হবে দিশাহারা।
হঠাৎ দিয়োনা কোনো কথা
কথার ওপিঠে ব্যর্থতা
ভিজবেনা কান্নায় সাহারা।

সজনি, তোর গানের টানে

সজনি, তোর গানের টানে ফিরে এলাম আমি
আকাশ জুড়ে বাতাস জুড়ে গান
আকাশ জুড়ে বাতাস জুড়ে টান
আমি পাগল কুম্ভী-পাকে কোন অতলে নামি।

চোখ পুড়ছে, বুক পুড়ছে, পুড়ে মরছি আমি
ঘর পুড়ছে তুই জানিস কী তা'—
শয্যা আমার গনগনে লাল চিতা
এত তাপেও হলাম নারে হীরের মত দামি।

অঙ্গ আমার জুড়াবে কোন্ অমৃত ধারা স্নানে
চতুর্দিকে বিপুল সর্বনাশ
দুকূল খা খা মরা কোটাল মাস
এত দুঃখের পাড়ির পর দাঁড়াই কোন্ খানে।

সজনি, তোকে রাখতে চেয়েছিলাম বুকের তলে
বুকের চেয়েও নিবিড় ধমনীতে
রক্তে আর কোষের নিভৃতিতে
ভরেছে দিন অরুন্তুদ কামের কোলাহলে।

সজনি, তোর গানের টানে ফিরে এলাম আমি
জন্ম নাড়ির মতন স্মৃতি টানে
বর্তমান ভাসে স্মৃতির বানে
আমি নীরব, অবীক্ষিত-স্মৃতির অনুগামী।

সজনি, আমি জ্বেলেছিলাম, নীল বাসনার জ্যোতি
সেই আগুনে ঝলসেছে দুই চোখ
ভীষণ দহন অপাশ্রিত শোক
অস্তবেলার অন্তরালে অমোঘ অবরতি।

ধ্রুব

চোখ মেলি : আমি তার-ই প্রাণ— যে আমার-ই
প্রাণ ধারণের অন্ন দেয়, স্নিগ্ধ বারি
যার—করে শরীর শীতল।

চেতনার প্রথম উন্মেষে
আমিই ছিলাম, ঘোর অজ্ঞানের নিরন্ধ্র প্রদেশে
আমার আদিম সত্তা ছুঁয়েছিলো, পেয়েছিলো অমৃত আলোক
—আমিই প্রথম মানবক।

আমার অখণ্ড কেন্দ্রে বৃত
প্রজ্ঞায় বিধৃত
বোধি জ্বালে তমোনাশ অকম্পিত শিখা।

আমি সেই পরিপূর্ণ ফল
আমি এই মৃত্তিকার— হাওয়ার— জলের সম্মিলন
আমিই কালের নিত্য বহমান বর্তমান, অতীতে ও ভবিষ্যতে ব্যাপ্ত চিরদিন
এ পৃথিবী আমাতে বিলীন
আমি তার বৈজয়ন্তী, তার ভালে আমি জয়টীকা।

মে। ১৯৫৬

চিরি নদীর তীরে

ঘুম ভাঙা জলছায়া ভোর
প্রাণের তন্ত্রীতে বাজে চিরির উজ্জ্বল কণ্ঠস্বর
আনত আকাশ ভরে নৃত্যপর মেঘের মিছিল
কে যেন দিয়েছে খুলে হাওয়ার জানলার সব খিল
আন্দোলিত হয়ে ওঠে পৃথিবীর ধূলোট মলাট—
অরণ্য এখানে সম্রাট!

অক্টোবর। ১৯৫৬

হাকালুকি হ্রদ

সারাটি দুপুর রোদের হীরের কণা
কুড়ায়, আবার শেষ বেলাকার সোণা
মাখে কৌতুকে। ঘরে ফেরা পাখিগুলি
চকিতে বুলায় ছায়ার চপল তুলি।
আকাশ-পাথারে রূপালী চাঁদের বাণ
হাকালুকি যেন শরৎ মেঘের পাল-তোলা শাম্পান

সেপ্টেম্বর। ১৯৫৬

মৈহার অরণ্যে রাত

স্পট লাইটে বিঁধে গেলো চিত্রল হরিণ—
গুলির নিষ্ঠুর শব্দ পাহাড়ে পাহাড়ে বেজে বেজে
হাওয়ায় মিলিয়ে গেলো—কিছু ধোঁয়া, গন্ধ বারুদের-
আশ্চর্য অব্যর্থ লক্ষ্য মিস্টার ঘোষের,
তারপর ফ্লাস্কের কফি, টিনের বিস্কিটে আয়োজন।

আমিও কী এই রাত্রে অরণ্যের শরিক একজন!
অচেনা বিচিত্র শব্দে ঘুরে ঘুরে দ্রব অন্ধকার
গলে' নামে ফের যন্ত্রণার
যূপ কাষ্ঠে বলি হওয়া দিন।
শ্রাবণে নাকাড়া বাজে বিন্ধ্য চূড়ে মেঘের মিছিলে;
চৈত্র বৈশাখের লূ-তে আগুণের লোল জিহ্বা গিলে
নেয় তাকে, শ্বাপদের ত্রাণ
বিভীষিকা পায়ে পায়ে ঘোরে।

—'জানেন, মিস্টার সোম, শিকারের এ-হেন আরাম
ধারে কাছে পাবেন না ; কিন্তু এর খোঁজ রাখে কে-যে !
আপনি এলেন তবু, সত্যি, বড়ো আনন্দ পেলাম।
আসবেন নিশ্চয়ই ফের ছুটিছাটা যখনি পাবেন।
চলুন, এবার নামি, ন'টা দশে সাতনার ট্রেন।'
দ্রুত জীপ ছুটে চলে লাল ধুলো পিছু তাড়া করে।

আমিও কী এতক্ষণ অরণ্যের ছিলাম শরিক !
দৃশ্য ভূমি স্পষ্ট হলো, উজ্জ্বল আলোয় খুললো দিক
আরেক দিনের প্রান্তে অরণ্য দাঁড়ালো পুনর্বার।

এই খণ্ডে আমি এক চিত্রল হরিণ
কে নিষাদ তাড়া করে ফেরে রাত্রিদিন
যেখানে আলোর মোহে থামি
সেখানে অলক্ষ্য মৃত্যু ভয়ের নিশ্চিত অনুগামী
পায়ে তাই চঞ্চলতা, বাঁচবার বাসনা বুকে জ্বলে অনির্বাণ !

মে। ১৯৫৭

নিঃসীম

দগদগে সেই পুরোণো ক্ষতে জ্বালা
বুকে বিষের নীল
দু'ভাই তোলে দেয়াল যাতে পরস্পরের না-দ্যাখে আর মুখ
ওদের হাতে আপন বুকের রক্ত লেগে আছে·········
নদী মানুষ মাটি সবই দ্বিখণ্ডিত, তবু
অমল আকাশ উপরে অবিকল !

মার্চ। ১৯৫৮

তুমি যখন

জল ছুঁয়ে হাওয়া ওলটালো পদ্মপাতা
সব পদ্ম ম্লান হয়ে রইলো একটি পদ্ম
ঢেউ ভেঙে ভেঙে বৃত্ত থেকে বৃত্ত আঁকলো
— তুমি যখন জলে নামলে !

এপ্রিল। ১৯৫৮

বৃষ্টির দুরন্ত ফোঁটা

এক ফোঁটা—দু ফোঁটা— বৃষ্টির দুরন্ত ফোঁটায় জল কেঁপে উঠলো
টিপ্‌টিপ্ নূপুর বাজে কিশোর শ্যামল পাতায় পাতায়
কণা কণা মুক্তার মত হাওয়ার দু'হাতে বৃষ্টির ফোঁটা
একটি—দুটি—ভালোবাসার মুহূর্ত আমার বুক ভরে দিলো
বৃষ্টির দুরন্ত ফোঁটার মত।

এপ্রিল ১৯৫৮

জাদুকর

এ সেই পুরোনো খেলা, টুপি থেকে জোড়া খরগোশ
সিল্কের রুমাল, পায়রা, মুখ থেকে কাগজের ফিতে—
ধরবেনা নতুন রঙ পুনরায় বিবর্ণ ছবিতে,
এ কথা জেনেও কেন না-বোঝার নামান্তরে ভান!
তোমার ছিলোনা জানি কোনো কালে সাজানো বাগান,
তাই কি বিকল্পে ভেল্‌কি ভানুমতী ইত্যাদির জালে
নিজেকে নিজেই তুমি আষ্টেপৃষ্ঠে এমন জড়ালে
বানানো স্বপ্নের সঙ্গে এ কেমন অক্ষম আপোস !
মুগ্ধ দর্শকের চোখে কী-বিস্ময়, শোনো হাততালি।
ক্ষণিকের স্বরচিত স্বর্গ থেকে বিদায়ের পরে
ফিরবার অকূল ক্লান্তি প্রাণান্তক প্রত্যহের ঘরে—
জোয়ারের গ্লানি দেখ ভাঁটা পড়লে নদীর দু'পাশে।
নির্বাসিত শূন্য তুমি, আর কেন নিপুণ অভ্যাসে
আমাদের চোখে চোখে ছুঁড়ে দাও মুঠো মুঠো বালি !

জুন।

মুসৌরী থেকে দূন্ উপত্যকা

মেঘের আড়ালে সরে যেতেই নিচের উপত্যকা
হাত বাড়িয়ে দূরের আকাশ ছুঁলো।
মনের মধ্যে দারুণ ভাবনাগুলো
আঙুল তুলে শাসন করে। আমার সর্বস্ব
অকুণ্ঠ এক স্বচ্ছতার কখন পাবে স্পর্শ
সামনে আমার খুলবে কখন স্পষ্ট উপত্যকা !

জুন। ১৯৫৮

উত্তর পুরুষ

আ মরণ, তোরা সব গেলি কোথায় !
একা ঘরে আরো একা বুড়ো গজরায় আপন মনে।
বীজ কী মহীরুহকে স্মরণে রাখে।
বুড়ো গজরায়, কেউ শোনে না।
হঠাৎ তার মুখের রেখাগুলি বদলে যেতে লাগলো
দরজার দিকে চোখ পড়তেই,
সবার সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে তার কনিষ্ঠতম বংশধর
এসে দাড়িয়েছে কপাট ধরে।

কী একটা উচ্চারণ করতে গিয়েও সে পারলো না
ঝাপসা চোখে যেন দূর দিগন্ত থেকে দেখলো
আরেক সকালের নৌকো নোঙর ফেলছে,—
আর সে নিজে
সকাল দুপুর সন্ধ্যের সব দরজা পেরিয়ে
আর কখনোই রাতের ঘর থেকে বেরোবে না।

নভেম্বর। ১৯৫৮

অপরাজিত

হা হা করে উঠলো ওরা, সে তবু শুনলো না
নিষেধ তাকে কী করে আটকাবে!
কথার ঝড, নিন্দে পরিবাদের ধূলিকণা
আর কতদূর যাবে!
চোখ ছিলো তার সামনে, তার ঋজু শরীর ঘিরে
জ্বলছিলো এক অনমনীয় শিখা—
দীর্ঘ দিনের শেষে যখন এলো আবার ফিরে
কপালে তার তখন জয়টীকা।
হা হা করে উঠলো ওরা, বিস্ময়ে সংশয়ে—
কুটিল দ্বিধায় জড় গাছের মত
ওরা রইলো মাটি আকড়ে ভীষণ অপ্রত্যয়ে—
সে তবু ডাক পাঠায় অবিরত।

ডিসেম্বর। ১৯৫৮

দিন পেরিয়ে দিন

ওরা আমায় একলা ফেলে কোথায় চলে গেলো
মুখ ফিরিয়ে! দিন পেরিয়ে অসংখ্য দিন এলো
ওরা আবার ফিরে আসবে কবে!
দিয়েছিলো ওরা আমায় অনেক কিছু, রাখতে পারিনি তো
ছোট্ট মুঠোয়, যা ছিলো ঈপ্সিত।
ছায়ার মত অমোঘ ঘোরে সঙ্গে বিপুল স্মৃতি
বর্তমানের চতুর্দিকে সীমার পরিমিতি
শামুক মন গুটিয়ে যায় আশাব অভিভবে।
কত রঙিন মেঘের পাহাড ওঠে আবার পড়ে
মন কেমন করে আমার কত ঋতুর ঝড়ে
চেনা মুখের অনেক ছবি হারিয়ে গেছে ভিডে
সবাই যায়, কেউ আসে না ফিরে।
দিন পেরিয়ে দিন চলে যায়, স্মৃতির মৌন কথা
বুকের ভিতর জ্বালিয়ে রাখে অবোধ আকুলতা।

ডিসেম্বর। ১৯৫৮

হাতের কাছে শীতল জল

আমি তাকে অনেক কথা বলতে চেয়েছিলাম।
বলেছিলাম, বিকেল বেলা ঘরে ফিরব। তখন
আমি তাকে অনেক কথা বলব ভেবেছিলাম।

ঘন নিবিড় প্রাচীন গাছের সবুজ অন্ধকারে
স্তব্ধ হাওয়ায় যেন হিমের হাত
চতুর্দিকে অপর্ব মৌনতা
বুকের ভিতর শৈশবের বধির ভীরু ছবি।

নিশ্চিত এক বৃত্তে জীবন বাঁধা—
দিন চলে যায় প্রবহমান, মনে রাখার মত
বর্তমানে এমন কিছুই ঘটেনা দৈবেও।
সামনে আমার উধাও পথের প্রসার।

বলেছিলাম, বিকেল হলেই ফিরে আসব, তখন
অনেক কথা বলব মুখোমুখি
উচ্ছ্বসিত ফুলের মত ফুটে উঠবে কথার গোপন কলি।

অপরাহ্নে নিবলো যখন সারাদিনের যন্ত্রণার চিতা
স্ফুলিঙ্গ তার ছড়িয়ে গেলো আকাশময় অরব গোধূলিতে
মন আমার রইলো স্মৃতির বিষণ্ণ সংসারে—
বিরহ তারও বিলাস, আর স্মৃতিতে তারও বিকল্প হীন সুখ-
পোড়োবাড়ীর প্রাচীন গাছের সবুজ অন্ধকারে
স্তব্ধ হাওয়ায় থম্‌কে আছে কুণ্ঠিত কৈশোর—

হাতের কাছে যদিও জল—শীতল জল—তৃষ্ণা থাক বুকে।

জুন। ১৯৫৯

সজনি, তোর গানের টানে

সজনি, তোর গানের টানে ফিরে এলাম আমি
আকাশ জুড়ে বাতাস জুড়ে গান
আকাশ জুড়ে বাতাস জুড়ে টান
আমি পাগল কুন্তী-পাকে কোন অতলে নামি।

চোখ পুড়ছে, বুক পুড়ছে, পুড়ে মরছি আমি
ঘর পুড়ছে তুই জানিস কী তা'—
শয্যা আমার গনগনে লাল চিতা
এত তাপেও হলাম নারে হীরের মত দামি।

অঙ্গ আমার জুড়াবে কোন্ অমৃত ধারা স্নানে
চতুর্দিকে বিপুল সর্বনাশ
দুকূল খা খা মরা কোটাল মাস
এত দুবের পাড়ির পর দাঁড়াই কোন্ খানে।

সজনি, তোকে রাখতে চেয়েছিলাম বুকের তলে
বুকের চেয়েও নিবিড় ধমনীতে
রক্তে আর কোষের নিভৃতিতে
ভরেছে দিন অরুন্তুদ কামের কোলাহলে।

সজনি, তোর গানের টানে ফিরে এলাম আমি
জন্ম নাড়ির মতন স্মৃতি টানে
বর্তমান ভাসে স্মৃতির বানে
আমি নীরব, অবীক্ষিত-স্মৃতির অনুগামী।

সজনি, আমি জ্বেলেছিলাম, নীল বাসনার জ্যোতি
সেই আগুনে ঝলসেছে দুই চোখ
জীবন দহন অপাশ্রিত শোক
অস্তবেলার অন্তরালে অমোঘ অবরতি।

সজনি, তুই গানের টানে ফেরালি অপরাহ্ণে
যৌবনের কুটিল সংগ্রামে
কামনা আমি রেখেছিলাম বামে
শান্তি, তুই শান্তি দেরে তোর স্মৃতির প্রান্তে।

ডিসেম্বর।১৯৫৯

অকূল

এ পার গঙ্গা ও পার পদ্মা, মধ্যিখানে চর
বাঁধবি কোথায় ঘর!
পায়ের নিচে সরছে মাটি দাঁড়াবি কোন্‌খানে
ভাসবি তুই তোড়ের মুখে বানে।
এদিক ওদিক কুটিল জল যে দিকে চোখ যায়
পায়ের নিচের মাটি সরছে জলের রূঢ় ঘায়
দাঁড়াবি কোন্ খানে!
না মরলে তুই জানবি না কি বেঁচে থাকার মানে!

জুলাই।১৯৬০

অমোঘ

একটা নিশ্চিত ভয় পায়ে পায়ে ঘুরছিলো, আমি শেষ কালে
হঠাৎ মরীয়া হয়ে মুখোমুখি ঘুরে দাঁড়ালাম
বললাম,—কী চাস্!
উপরে উজ্জ্বল সূর্য, সম্মুখে আমারই ছায়া ধূ ধূ চতুর্দিক
আমার সম্মুখে আমি মুখোমুখি স্তব্ধ দাঁড়ালাম।
অন্ধকার ফিরে যাও তোমার শীতল সেবা চাইনা এখন,
উপরে উজ্জ্বল সূর্য, মৃত্তিকার নিম্নে অন্ধকার
পিতৃপিতাপুরুষের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে টেনে নেবে
আমার দেহের রসে বেড়ে উঠবে শ্যাম দূর্বাদল
শিকড় মেটাবে তৃষ্ণা, মেলে ধরবে প্রসারিত ছায়া

শতাব্দী প্রাচীন বৃক্ষ—উপরে জ্বলবে সূর্য ; আপাতত তবু অন্ধকার
তোমার শীতল হাত দূরে রাখো ; ভূমিষ্ঠ প্রত্যহ
অনির্বচনীয় দুঃখ,…কিছুক্ষণ বাঁচবার যন্ত্রণা।

কাছাকাছি ভূমিলগ্ন রুদ্ধবাক উৎকীর্ণ পাষাণ
বধির বিক্ষিপ্ত শোক ; অধুনার সম্মোহন চিরদিন অনিবার্য দাবি—
সমস্ত শিল্পই বুঝি পলাতক সত্তার প্রতীক।
আত্মহা রে অভাজন, গোষ্পদে কী মেটাস্ বাসনা !
অপেয় সুনীল সিন্ধু ; সীমাহীন অনন্ত আকাশ
এমন বিপুল বিশ্ব নীহারিকা গ্রহ গ্রহান্তর
একটি সামান্য সত্তা কোনোখানে রাখেনা অমর।

ঘনিষ্ঠ মৃত্তিকা খোঁড়ো, গন্ধে তার আদিম উল্লাস
কেননা সমস্ত সুখ দুঃখ প্রেম বিশ্বাসের স্রোত
অদৃশ্য ধারায় বইছে ফল্গু যথা, আর অন্ধকার
মহিম স্বরাটে স্থির অনিবার্য নায়ক সম্রাট।

একটা দুরন্ত ভয় পায়ে পায়ে ঘুরছিলো, আমি শেষকালে
মুখোমুখি ঘুরে দাঁড়ালাম,
বললাম,—কী চাস্ !

হাওয়ার প্রচণ্ড বেগ হা হা ছুটছে—ধূ ধূ চতুর্দিক—
মৃত্তিকা-লুণ্ঠিত, চেনা, আমার আপন ছায়া বলে উঠলো ধীরে
—আলোর সমস্ত যাত্রা তিমিরের নিহিত উদ্দেশে,
মৃত্তিকা গভীর শান্তি সেবা স্নিগ্ধ পরম শুশ্রূষা
অঙ্গারের অন্ধকার শেষে হয় আলোমগ্ন হীরা।

উপরে উজ্জ্বল সূর্য ম্লান হতে লাগলো, ক্রমে দীর্ঘতর ছায়া।

অগস্ট। ১৯৬০

সনেট ১

এক অন্ধকার থেকে চলে যাব অন্য অন্ধকারে
সব বর্ণ সব রেখা ভুলে যাব। বয়স্ক আলোয়
ম্লানতর হতে হতে সব স্মৃতি অবলুপ্ত হয়
জেনেও, অটুট নিষ্ঠা, রে আত্মহা, তন্ময় সংসারে!
মানুষেরা ঘোরে ফেরে শোক দুঃখ প্রেমের আধারে
বিশ্বাসের ছায়া হয়ে সঙ্গে থাকে নিশ্চিত সংশয়,
নিয়তি নিষ্ঠুরা অতি, সর্বব্যাপী জরা জর ক্ষয়—
কে চায় নন্দিত মাল্য কল্পিত-স্বর্গের অধিকারে!

অন্ধকার থেকে এসে অন্ধকারে ফিরে যেতে হবে—
ইদানীং স্বল্প আলো, কিঞ্চিৎ বর্ণের প্রতিভাস।
তমোহা-সম্ভব কে রে মৃত্যুর অপর্ব উৎসবে!
জন্মের সীমান্ত ছুঁয়ে বারবার অক্ষম প্রয়াস
ফিরে যাবি অবিকল্প দূরলগ্ন মোহিত শৈশবে!
সম্মুখে পশ্চাতে স্থির অন্ধকার করে পরিহাস।

সেপ্টেম্বর। ১৯৬০

তিনি

তিনি একটি শিশুতরু রোপন করেছিলেন
বাঁচিয়েছিলেন রোদের হাত থেকে
দিয়েছিলেন জল
পিতার মত পরম স্নেহ, মাতার মত নিবিড় ভালোবাসা।

একশ' বছর পার হয়েছে তিনি এখন দেখি
দাঁড়িয়ে আছেন ছায়া শীতল বিশাল বনস্পতি
ক্লান্তিহর ব্যজন হাতে ফুল ফলের অসীম সম্ভার
পিতার মত পরম স্নেহে, মাতার মত নিবিড় ভালোবাসায়

সেপ্টেম্বর। ১৯৬০

ছবি

—হাতে খানিক সময় নিয়ে যে কোনদিন এসো
আমি তোমায় দেখাবো সব ছবি।

—সময় খানিক ছিলো আমার মুঠোর মধ্যে তবু আমন্ত্রণ
রাখতে পারিনি যে !

ছবি আমার চতুর্দিকে, আমার ঘরের সব দেয়ালে ছবি
বর্ণ ওদের কারো বা ম্লান, আবছা ধুলোর প্রলেপ কারো উপর,
মুছতে ভীষণ ভয়
ধুলোর প্রলেপ সরিয়ে দিলেই ওরা আবার বেরিয়ে আসবে তখন
ওদের চেনা বর্ণে রেখায় স্মৃতি আমার অবাঞ্ছিত কাঁটা···
ছবি দেখতে দারুণ ভয় পাই।

সময় খানিক আছে আমার মুঠোর মধ্যে, যাইনা তবু কোথাও
আরো নূতন ছবি যদি বুকের ভিতর দখল দাবি করে !

সেপ্টেম্বর। ১৯৬০

অভিজ্ঞা

যূপকাষ্ঠে মাথা রাখব, পুরোহিত যজ্ঞে বসেছেন
উন্নত ললাটে তাঁর নীল শিরা রক্তমদে ফেটে জ্বলছে ঘোর ত্রিপুণ্ড্রক
আকাশে জ্বলন্ত সূর্য দ্রুত ধাবমান·········
যূপকাষ্ঠে মাথা রাখব, সিক্তকেশ বেয়ে ঝরছে মন্ত্রপূত বারি
গলায় দোদুল্য মাল্য অন্তিম প্রতীক
সম্মুখে আদিম অগ্নি লেলিহান জিহ্বা ফণাধর······
···ভীষণঃ সুন্দরঃ সম্মোহক
ময়া তব ইদম রূপম্ ন সহতে···হে বিশাল বিপুল
সুন্দর ভীষণ সম্মোহক···

শ্রবণে ক্ষরিত মন্ত্র, সমুত্থিত ধূম্ররাশি, স্থির ইন্দ্রজাল
সম্মোহনে মগ্ন ক্রমে সমগ্র চেতনা
অথচ দুর্মদ এক নাম-গোত্র-হীন তৃষ্ণা বক্ষের পাতালে।

আমিও ছিলাম মত্ত নখের দর্পণে ধৃত মায়াবী সংসারে
ইচ্ছার অনন্য মূর্তি সাজিয়ে একাকী যথা অনাদি বালক···
বিনষ্টির স্থির লক্ষ্যে সমর্পিত বহতা সময়
দণ্ড পলে পলে ক্ষয়, পল ক্ষয় পলে অনুপলে···
আকাশে জ্বলন্ত সূর্য নিত্য ধাবমান
আমিও ছিলাম মুগ্ধ নখের দর্পণে লগ্ন তন্ময় সংসারে
ক্রমশ আসন্ন হলো মহালগ্ন শুনলাম পরুষ দৈববাণী
জলদ নির্ঘোষ চিরে গেলো এক দিক থেকে দিকের ওপারে
স্বরবিদ্ধ অতঃপর স্থির লক্ষ্য এসে দাঁড়ালাম
মন্ত্রপূত বারিসিক্ত আপাদমস্তক, নগ্ন বক্ষের উপর
দোদুল্য রক্তিম মাল্য···অগ্নিহোত্রী যজ্ঞে বসেছেন
ভীষণ সুন্দর শিখা দেহি দেহি উর্ধ্বে ধাবমান
ধূম্রজাল চতুর্দিকে···ক্রমে ক্রমে আচ্ছন্ন চেতনা···

তার আগে শেষ কথা শোন্—
পলাতক, মূঢ়. ভীত, অপেক্ষিত কোথায় নিস্তার
জন্মের মৃত্যুর স্রোত প্রবাহিত নিরন্ত বিশাল
সৃষ্টির অপর নাম নিশ্চিত বিনাশ······
আমিও অন্তিম লগ্নে রেখে যাব বিনষ্টির উত্তরাধিকার
পঞ্চে রেখে যাব স্পর্শ, সমাহারে যেমন আমার
পূর্ববর্তী পিতৃগণ রেখেছেন ক্ষিতি-অপ-তেজ-ব্যোম এবং মরুতে
তোরাও প্রস্তুত থাক. যজ্ঞ নেতা একাসনে নির্বিকার বসে থাকবেন
সংজ্ঞিত প্রান্তিকে এসে দাঁড়াবি মাহেন্দ্রক্ষণে বিহ্বল-চেতন···
নাচবে হ্লাদিনী স্বাহা জলে স্থলে অন্তরীক্ষে করাল সুন্দর
শ্রবণে ধ্বনিত হবে স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ উচ্চারিত অন্তিম ঘোষণা
মাথা রাখবি যূপকাষ্ঠে···প্রসারিত পঞ্চ হস্তে বিনাশের উত্তরাধিকার

কে রে তুই মগ্ন তোর নখের দর্পণে লেখা অনন্ত কুহকে
কে খুঁজিস অন্ধ তুই আনন্দিত সৃষ্টির উপমা
বক্ষে তোর অন্তরালে কোন্ অশরীরী তৃষ্ণা নাম গোত্রহীন !
বিনষ্টির দিকে ধায় চিরকাল বহতা সময়
আপন ইচ্ছায় কেউ কদাপিও অবতীর্ণ নয়
পূর্ব বিনিশ্চিত স্থির একমেব নির্ধারিত গতি
যূপকাষ্ঠে মাথা রাখবি অসহায় অনুজ্ঞা-পালক !

ভূমিতে, রে কাপুরুষ, কে খুঁজিস অনশ্বর শাশ্বত মহিমা।

অক্টোবর। ১৯৬০

অন্তর্জলি করবনা

অন্তর্জলি করবনা , ইহলোকে পারলৌকিক
সঞ্চয়ের কানাকড়ি গুনবনা , ইদানীং যদিও তিমির
ক্রমশঃ আসন্ন ; মাঠে বিষণ্ণ শীতের
হিমবর্ণ চেলাঞ্চল ; খোঁড়লে গভীরে
মূষিক আপন কর্মে ব্যস্ত : বড়ো সঞ্চয়ী মূষিক।
ঈশ্বরকে ভেঙে ভেঙে বানিয়েছি অজস্র ঈশ্বর
চতুর্দিকে নির্বিকার ইতস্ততঃ খণ্ড খণ্ড শিলা।

দক্ষিণ দিকের শেষ তুরঙ্গম চলে গেছে, তার
অপ্রতিম শ্বেতপুচ্ছ…স্বর্ণকেশ…হ্রেষা…নাসা স্ফুরিত উত্তাপ·
টগ্‌বগে প্রদীপ্ত ভঙ্গী! যদি আমি হতাম সওয়ার!
যদি আমি লাফ দিয়ে চড়তাম মসৃণ পৃষ্ঠে, বলিষ্ঠ মুষ্টিতে
টানতাম সবলে রাশ, যদি দ্রুত পবনের বেগ
আলোর মতন কেটে পৌছোতাম পুর্বের তল্লাটে!
দক্ষিণ দিকের শেষ তুরঙ্গম চলে গেছে, আর
সমস্ত ধূলোর চিহ্ন অস্থির ধুলোর হাত মুছে দিয়ে গেছে
বাজেনা চপল ক্ষুর দুরান্ত অনিলে
যদি আমি হতাম সওয়ার!

অস্থির উল্লেখে কাল যত্রতত্র বলি রেখা লেখে।
ইদানীং দ্বিধাগ্রস্থ বিক্ষিপ্ত হৃদয়, আমি চিরপদাতিক
বিম্বিত মুকুরে কিংবা বিকল্পে জলের বুকে, খুঁজিনে প্রতিমা…
ভীষণ তাড়না নিত্য তাড়িয়েছে পশুর মতন।
যূথের মানস বলে কিছু নেই অথচ যূথের
অঙ্গাঙ্গী প্রবণতাকে কিয়ৎকাল ধ্রুব মেনে আত্ম প্রবঞ্চনা…
বিশ্বাসের পোড়ো ভিতে সংশয়ের নির্মম অঙ্কুর…

অন্তর্জলি করবনা, ইহলোকে পারলৌকিক
আস্তিক উঞ্ছবৃত্তি ইদানীং ঘৃণার বিষয়
অন্ধকারে কে প্রস্তর ছোঁড়ে! মূর্খ! নিজেকে পাতক
ভাবার অকুণ্ঠ দাবি কার জন্মগত অধিকার?
কী পাপ, পুণ্য কী, কোন্ সীমারেখা কোথায় দায়ভাগ!
ভিন্ন উচ্চারণ নিয়ে তুষ্ট আর হব না এখন…
অনুবদ্ধ যূথ ঐ দলে দলে চলে অন্য আলোর সন্ধানে
আগত বিকীর্ণ সন্ধ্যা…একটি তারা চিত্রলিপ্তবৎ

স্বাগত অনন্য মৃত্যু…অন্তর্জলি আমি করবনা।

অক্টোবর। ১৯৬০

সমস্ত কবিতা ব্যেপে

সমস্ত কবিতা ব্যেপে দেখোনা কী শরীরী কবিকে !
রাত্রির প্রহৃত স্বপ্ন, তার তৃষ্ণা ক্ষুধা, তার তীব্র যন্ত্রণার
তিল তিল আরক্ত প্রবাল !
তোমরা আসো যাও, যেন পান করো জল, রাত কাটাও
সরাই খানায়, যেমনি আলো হয় ফের চলে যাও
উজ্জ্বল নদীর উৎস খুঁজতে এক কল্পিত উদ্দেশে ।

সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে পাওনা কী প্রকাশের, উৎসের যন্ত্রণা !

১৯৬০

জীবনানন্দ দাশ

এবং কেউ কেউ আসে দৃশ্যের গভীর থেকে যারা
অজস্র স্মৃতির ছবি লিখে
অন্ধকার ভালো বলে তারা গুণতে গুণতে ফের
সেই অন্ধকারে চলে যায়
যে নিহিত অন্ধকারে জন্মের আদিম নাড়ি বাঁধা ।

এবং সেই সব ছবি পরিচিত দৃশ্যের ভূগোল
কেমন শরীরী হয়ে ভালোবাসা গন্ধ হয়ে ঘোরে
পারাপার আত্মীয়তা—চেনা স্পর্শ সময়ের সীমার ওপারে
অন্ধকার ছাড়া কেউ জ্বালতে পারে আদিগন্ত তারা !

১৯৬০

কেবল বৃক্ষতা

বৃক্ষের স্বতন্ত্র নাম আছে, আমি জানি না তাদের
কে বকুল, দেবদারু, শাল
কেবল বৃক্ষতা চিনি, দারু পুষ্প পত্রের নিবিড়
ছায়ার ছন্নতা
তন্ময়তা শেখাবে আমায়।
বিশাল অরণ্যে যাই, মাথা উঁচু ওরা নির্বিকার
গুঁড়িতে অপর্ব প্রাচীনতা
ত্রিলোকে রেখেছে ব্যাপ্তি অন্ধকার থেকে জেগে আলোর আকাশে

বৃক্ষের স্বতন্ত্র নাম জানি না, নিশ্চিত এই জানি
সমস্ত বৃক্ষের নাম বিশ্বাসের ধৈর্যের অসীম।

নীলাদ্রি

যেমন রাম শ্যাম যদু, তেমনি নীলাদ্রি আজ অতি সাধারণ
স্বতন্ত্র নীলাদ্রি বলে আজ কেউ নেই,
অথচ সে ছিলো যেন জীবন্ত আগুন
আমাদের চোখে ঈর্ষনীয় ;
এবং বলতো, আমি সুখের অব্যয় সীমা চাইনা দুঃখের বিনিময়ে।
এখন নীলাদ্রি একটা মরে যাওয়া তারা
বইছে আলোর দায়, যেমন মরবার পরও কোটি কোটি বৎসরের পর
তারার শেষতম আলো লেগে থাকে আকাশের গায়
তেমনি নীলাদ্রি ম্লান স্মৃতির আলোয়
ভাবনার চিন্তায় ঘোরে, যদিও এ নামে আজ স্বতন্ত্র সত্তার
কেউ নেই ; আরো সত্য, নীলাদ্রি নামের আর কোনো জাদু নেই।

নীলাদ্রি বলতো, আমি দর্পণে দেখিনা মুখ, যেহেতু আমার
চেহারা স্বয়ং অপলাপী,
যেহেতু একক-আমি বহু পরিচয়ে
বিভিন্ন জনের কাছে পরিচিত ; জানিনা আমি-কে···
অখণ্ড চন্দ্রের বিম্ব যেমন সমুদ্র ছিঁড়ে কুটিকুটি করে···
নিজেকে বামন জেনে প্রাংশুজন-লভ্য ফলে রাখিনা বাসনা,
সম্মুখে দেবতা নেই, ভগবান ভীরুর নির্ভর,
অনঙ্গ আনন্দে নেই স্পৃহা, নেই বিষাদের বিজ্ঞেয় বিলাস,
না, আমি তোদের মত ইচ্ছা নিয়ে সময় কাটাব এত আহাম্মক নই,·
পাপের সংজ্ঞা কী, ক্ষমা আসলে নিজেকে প্রবঞ্চনা,
সমস্ত প্রনন্দ্য মাল্য নামান্তরে স[illegible]পর্ব ফাঁস !

উজ্জ্বল যুবক আজ অবসিত।···জীবন্ত আগুন
নীলাদ্রির চতুর্দিকে পতঙ্গ আমরা
বোধহয় আমরাই তাকে নিবিয়ে দিয়েছি মূঢ় ডানার ঝাপ্‌টায়
এবং সুখের দাবি করেছি দুঃখের বিনিময়ে···
আশ্চর্য, নীলাদ্রি আজ এত নির্বিকার
নিজেকে সম্পূর্ণ ভুলে ঘুরছে ফিরছে একজন অতি সাধারণ,
স্বতন্ত্র নীলাদ্রি বলে আজ কেউ নেই
যে ছিলো সে মরে গেছে ফুরিয়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে
নীলাদ্রি নামক ব্যক্তি নিবন্ত আগুন,
আমরা নিবিয়েছি তাকে, তিলে তিলে মেরেছি হিংসায়
আমাদের মত তার ছিলোনা কস্মিন্‌কালে স্বরচিত পৃথিবীর মোহ···
নীলাদ্রি জানতো সব শূন্যগর্ভ ধারণার ভুল
এবং বলতো, শোন্‌, বাঁচার নিগূঢ় অর্থে কেউ বেঁচে নেই,
তুই আমি চলমান ছায়া
এবং ছায়ার কোনো গভীরতা নেই
না আলো, না অন্ধকার, না মোহ, না ভালোবাসা, না ঘৃণা, না ক্রোধ।

আসলে সে জেনেছিলো বোধহয় নিজেকে…
নীলাদ্রি এখন একটা তারা
আমাদের অন্ধকার চেতনায় নিরালম্ব স্মৃতি।

অন্তিম ইচ্ছা

(আমার কবিতার উদ্দেশে)

তোমরা দাঁড়াও স্থির সঙ্গোপনে তিমির বিলাসী
যাদের দুচোখ ছুঁয়ে দেখতে পারছিনা তারা কাছাকাছি এসো…
অনেক স্রোতের মুখে, ধুলোর উড়ন্ত হাতে মুছে গেছে রেখা :
বিকল্পবিহীন বহু বাসনার বর্ণ বিবরণ…
তোমরা দাঁড়াও স্থির পাশাপাশি, তিমির বিলাসী।
না, আমি জ্বালবনা আলো, ঘরে কোনো দীপাধার নেই
শৈশবের রত্নদীপ কে কখন কেড়ে নিয়ে গেছে
রঙীন খেলনা হাতে তুলে দিয়ে আমায় ভুলিয়ে
এমনকি সেই খেলনা তারপর হারিয়ে ফেলেছি…
খুঁজিনা সাম্প্রত শীতে মরশুমি ফুলের সান্ত্বনা…
তোমরা দাঁড়াও স্থির দীর্ঘদেহী তিমির বিলাসী
তোমাদের ছায়া নেই, বিম্ব নেই, শুধু ঘোর তিমিরের গাঢ় অন্তরাল ;
না আমি জ্বালবনা আলো, ঘরে কোনো দীপাধার নেই
আঙুলের অভিজ্ঞতা সুনিপুণ চেনাবে চেহারা।

মৃত্যুকে করিনা ভয়।   মুহূর্তের মৃত্যুর সম্মুখে
    দাঁড়াই না ; নই কাপুরুষ।
স্কন্ধে কোনো শব নেই···পুতিগন্ধ আজীবন দায়।
নরকের স্পৃহা নেই···কিংবা কোনো স্বাগত বিষাদ।
স্বর্গের করিনা সাধ।   ঈশ্বর কী শয়তানেও রাখিনা বিশ্বাস।
স্মৃতির তাড়না চাইনা···যেমন ঘায়ের লোভে মাছির কৃমির
ক্লেদাক্ত কল্মষ সুখ।   অনিশ্চিত নৌকো হতে শুধু সাধ
বন্দরের ঠিকানা বিহীন···

জীবন স্বয়ং শিল্প হইনি তবুও পৌত্তলিক।
অনুভূতি আসে বৃত্য বায়ু রূপে যেমন চন্দন বৃক্ষে ঈপ্সিত মলয়
আমার অখণ্ড কেন্দ্রে আমি একা চির জাগরূক।

তোমরা দাঁড়াও স্থির সঙ্গোপনে তিমির বিলাসী!
না, আমি জ্বালবনা আলো নিরূপম তিমিরের নিবিড় গহনে
তোমবা দাঁড়াও স্থির, যারা বাকি তারা উঠে এসো
বিস্মৃতির গুহা থেকে, ছায়াহীন তিমির বিলাসী...
শুনেছি অন্তিম লগ্নে একবার জেগে ওঠে সব বিস্মরণ
শুধু একবার।
মৃত্যুকে করিনা ভয়।   অবিকল্প দীপ্ত সেই ক্ষণ
জীবনে একবার আসে। অবিজ্ঞেয় মৃত্যু সে তো জীবনের মহৎ প্রতিভা
তোমরা দাঁড়াও এসে কাছাকাছি, তিমির বিলাসী
তোমরা আমারই অংশ, আমার তন্ময় চিন্তা, মুহূর্তের দামে
তোমাদের সৃষ্টি, যেন আমি এক সক্ষম-বিধাতা··
হা মূর্খ, হা মূঢ় আমি নশ্বর তবু এ ঘোর দারুণ পিপাসা
বুকে নিয়ে নিরবধি মগ্ন এই সৃষ্টির খেলায় ;
আমি যেন ফুল সম বীজের দিয়েছি জন্ম প্রাণের গভীরে।

শেষ লগ্নে আত্মরতি ! স্মৃতির ছলনা কেন ! নিয়তি নিশ্চিত
মৃত্যুকে করিনা ভয়, মৃত্যু দুর্নিবার।
খুঁজিনি কল্পিত মুক্তি ; কোনো চিহ্নে রেখে যেতে চাইনি স্বনাম
শেষ বিস্মরণে ডুবে যাবার আসন্ন লগ্নে শুধু দেখতে চাই
তোমাদের, কাছে এসো, আমার বুকের কাছে, তিমির বিলাসী ;
তোমাদের সর্ব দেহে আমার আনন্দ অশ্রু, আমার সম্পূর্ণ পরিচয়
শেষবার তোমাদের দেখতে চাই বড়ো কাছাকাছি···
না, আমি জ্বালব না আলো, ঘরে কোনো দীপাধার নেই,
আঙুলের অভিজ্ঞতা দিয়ে আমি চিনব চেহারা
তোমাদের মত আমি তারপর যেতে পারব দৃশ্যের আড়ালে ·

মৃত্যুরধাবিত নৌকা কাউকে ফেরায় না ফের জন্মের বন্দরে।

নভেম্বর

বাঁচার মত বাঁচলাম না

বাঁচার মত বাঁচলাম না, জানলাম না বেঁচে থাকার মানে
মরার মত মরলাম না, রয়ে গেলাম চলন্ত শবদেহ
যেন বধির শিলালিপির অমরতার দাবি
বুকের ভিতর বয়ে বয়েও শেষে কিছুই হলাম না।

বাসনা সব ঘুরে বেড়ায় অগতি প্রেতাত্মা
পরিণতির চিহ্ন নেই অরব দিনান্তে
স্থুল মায়ায় জড়িয়ে থাকি দিনের পর দিন
বলতে আমি পারলামনা, আত্মানং অবুদ্ধম্ জ্ঞাতম্ আত্মনঃ।

যেদিকে চোখ ফেরাই দৃশ্য বিয়োগান্ত বিধুর
যে মঞ্চে পা রাখতে যাই সকল পট ধূসর
সকল ছবি নশ্বরতার ভীষণ মহিমা······

অন্ধকারের গূঢ় জঠরে ফিরতে ও চাইনা
সঙ্গী আমার চিরাচরিত অমেয় যন্ত্রণা
ফুলের ঝাঁক মিলিয়ে গেলে [redacted] ফুলের নাম
পুতিগন্ধ বাতাসে খুঁজি নতুন বাসনা
আমায় ঘিরে ঘুরে বেড়ায় অগতি প্রেতাত্মা

কোথাও আদি অন্ত নেই জড়ে নিহিত স্বয়ংগতি
দু'হাত কিছু রাখতে পারিনা ...

বাঁচার মত বাঁচলামনা মরার মত মরলামনা
রয়ে গেলাম চলন্ত শবদেহ
চিতার আগুন অঙ্গে জ্বলে তবুও ছাই হচ্ছি না
অস্তিত্বের এমন শূন্যতা !

বাড়ন্ত শহর

উদ্ধত বাড়ির চাপে পড়ে পড়ে মরে যাচ্ছে সবুজ মাঠগুলি
একদিন কোনো জমি এমনি বোকার মত পড়ে থাকবে না
মানুষের ঘোর প্রয়োজনে।
দেখ দেখ, প্রকৃতি পালাচ্ছে দ্রুত পা'য়
বৃক্ষলতামাঠপাখিদৃশ্যেরপ্রসার ঐ আঁচলে লুকিয়ে।
বানাই মসৃণ রাস্তা দর্পণের মত যাতে মুখ দেখা যায়
জিরাফের মত উঁচু বাড়ি
মানুষ হবার প্রয়োজনে
বন কেটে কাঠ আনি, মাটি খুঁড়ে লোহা।
মানুষের দীর্ঘ হাত থেকে
পালিয়ে পালিয়ে দূরে কতদূরে হে প্রকৃতি যাবে!

কোনো দৃশ্য রাখিনা আমার…

করতলে কোনো দৃশ্য রাখিনা আমার রমণীয়
শয়তান কি ঈশ্বরের হাত থেকে চাইনা স্বর্গীয় পুরস্কার,
আমি নই পৌত্তলিক : আমি কিছু বর্ণ, রেখা কিছু যন্ত্রণার
চিহ্ন ফেলে চলে যাব নিত্যজায়মানবর্ণদৃশ্যের ওপারে
চক্ষের দর্পণে তাই রাখিনা নশ্বর কোনো দৃশ্য রমণীয়…
নিষ্ঠুর আঙুল দিয়ে সব ফুল দলে পিষে মেরে ফেলতে চাই
মরশুমি বাগানে যত ফোটাস বিবিধ বর্ণ ফুলের কুহক
আমার জল্লাদ হাত রেহাই দেবে না
সুমন্দপবনবহচন্দনের বনে আমি আগুন লাগাব তীব্র ভীষণ জ্যোৎস্নায়
ভীষণ জ্যোৎস্নায় ভয়ে কাঁপেনা সমুদ্র…তীব্র ভীষণ জ্যোৎস্নায়
ভয়ে স্ফীত সমুদ্রের নীলকান্তি অবলুপ্ত ভীষণ জ্যোৎস্নায়…
কেউ কী রেখেছে স্থির কোনো দৃশ্য চির রমণীয়!

কোকিলের গলা টিপে মেরে ফেলব, নিত্য জায়মান
দুর্বহ ঋতুর ভার দূর হোক, আতপ্ত অবেলা
কালের ত্রিভঙ্গ লীলা সাজাক ; পরিপূরক উপমার আসঙ্গ খুঁজিনা
বুকের গভীর খুঁড়ে ভালোবাসা পাবেনা একতিল
স্মৃতি ক্ষমা ভালোবাসা ইদানীং শব্দের বিলাস
নিবাপে নিশ্বাস নেই, অবিশ্বাসী অমর্ত্যে নিরয়ে…
কোনো দৃশ্য কোনো স্মৃতি কে রাখবে হৃদয়ে রমণীয়
পরপুষ্ট কোনো বাক্য নিশ্চিন্তে করিনা আরাধনা
তোরা নিস ঈশ্বরের শয়তানের হাত থেকে সব পুরস্কার
চিরকাল প্রবাহিত তোরা সব গড্ডলসমূহ…
জেনেছি হৃৎপিণ্ড শুধু এই দেহযন্ত্রের কীলক
তাকে ঘিরে চতুর্দিকে রক্তবহ শিরা উপশিরা
আমার হৃৎপিণ্ড শুধু রক্তমাংস তার কোনো বিমূর্ত কি অতিমূর্ত অনুভূতি
নেই·
নিষ্ঠুর দুহাত দিয়ে সব কিছু ভেঙে দলে পিষে ফেলতে চাই
মেলপরিমেলন্যাসচেষ্টিতবাদেরশূন্যবায়বমহিমা
পুড়ে ছাই হয়ে যাক সুমন্দপবনবহসুভোগরোমাঞ্চঘনচন্দনের বন

কেন্দ্রাভিগ বিহিতকে বাঁধঃ তোরা গান্ধারীবৃত্তিরপঙ্কে থাক, পড়ে থাক ··

বিচিত্র দৃক্

অবিরাম তুই কুসীদমগ্ন বিনা সুদে কিছু দিবিনা
লোটাবাটিঘরকুয়োতলা নিয়ে ক' কাঠার সংসার
বিচিত্রদৃক্ দেখায় দৃশ্য বর্ণান্ অনেকান্
থাক নিশ্চিত হবনারে উদবেধী।
কী ফেরাবি তুই তোর চারিদিকে গ্রন্থিল ঘটনার
অগমগভীরলীলা চলে, তোর এইটুকুছোটো ঘরে
কতকিছু তুই জমাবি স্থান কোথায় !

বিচিত্রদৃক্ এই সংসার দেখায় দৃশ্য বর্ণান্ অনেকান্।
গোধূলি ভাঁটিতে নিয়ে চলে গেলো রূপসী সোনার তরী
আলোক স্তম্ভ ঐ দূরে জেগে ওঠে
উপান্তে তোর শেষসঞ্চয় নিষ্ফল অনুতাপ
জানলিনা তবু, এমনই কুহক ঐ বিচিত্রদৃকে !

এই মধ্য বেলা·······

গির্জের সামনে বাড়ি নওগাঁয় ছিলাম
পবিত্র মর্মর শিখা মেরীর বিষণ্ণ মূর্তি গির্জের বাগানে।
গির্জের সামনে বাড়ি···গ্যারাজে একদিন
কুৎসিৎ কালো বেড়াল গাড়ি চাপা পড়ে মরেছিলো····
শৈশবের ছোটোখাটো বহু অসংলগ্ন স্মৃতি মনে বিঁধে থাকে।
গির্জের সামনে বাড়ি আসামের সেই ছোটো শহর নওগাঁয়
যেন আমরা অপেক্ষা করতাম একটা কিছু হবে বলে
যে কোনো মুহূর্তে, কোনোদিন···
মাথার উপর ঘুরতো জাপানি বিমান মধ্য রাতে···
বাড়ির উঠোনে ট্রেঞ্চ খোঁড়া হয়েছিলো
আচমকা সাইরেন কেঁদে উঠলে আমরা সব
মা-জননী মৃত্তিকার খোদিত জঠরে
মৃত্যুর দারুন ভয়ে ফিরতাম অন্য কোনো সুস্থ নব জন্মের আশায়···
যে কোনো মুহূর্তে কোনো দিন
যেন আমরা অপেক্ষা করতাম একটা কিছু হবে বলে।

রেশনের লম্বা কিউ···লোকগুলো যেন হিংস্র বেবুনের মত
বাংলার মড়কে ছিটকে আসা কেউ মরে থাকতো রাস্তার কিনারে
প্রচণ্ড জান্তব ক্রোধে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য ছুটতো কনভয়···
জানালার কাচে আমরা লাগাতাম কাগজের কালি
নিষ্প্রদীপ রাত্রিগুলি অপেক্ষার অন্ধকার ছিলো

আমার শৈশব এক দুরারোগ্য রোগের মতন
স্মৃতির বিক্ষিপ্ত ছবি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আনে এই মধ্যবেলা···
আসামের সেই ছোটো শহর নওগাঁয়
যুদ্ধের সান্নিধ্যে ছিলো আমার শৈশব এক দুরারোগ্য রোগের মতন···
কে জানে কোথায় আছে আমার বন্ধুরা
সেই সব অস্পষ্ট মুখ সেই সব অস্পষ্ট নাম আমার বন্ধুরা
যেন আমরা অপেক্ষা করতাম একটা কিছু হবে বলে
অপেক্ষার দারুন অভ্যাসে···

কে জানে হয়ত ওরা এই মধ্যবেলা
অপেক্ষার দারুণ অভ্যাসে
বসে আছে যেন একটা কিছু হবে বলে
বাঁচার ভীষণ যুদ্ধে শৈশবের স্মৃতি ফেয়ে এই মধ্যবেলা।

প্রেম শূন্য

ঘরে আমার অন্ধকারের অতি প্রবীণ দাবি
শীতল নিশিতলে
পাথর কাদা শেওলা নিয়ে আমার সংসার
দেখিনা নিজ মুখ।
প্রেমবিহীন হৃদয় আমার, জানিনা ভালোবাসা-
চিরকালের প্রবেশ-নিষেধ ঘরে
গড়েছি এক বিষণ্ণতায় লালিত সংসার
ওরা আমার না ভাই না বোন কেউ

ওদের বুকে ছুরি মেরেছি, আমি বায়সের মত
গুঁজেছি মুখ ঈগল দেখে ভয়ে—
প্রেমশূন্য হৃদয় আমার জানিনা ভালোবাসা
কাউকে আমি মানিনা ভাইবোন
ওদের সঙ্গে করি লড়াই শত্রু হানা দিলে
ঘরে আমার অন্ধকারের প্রবল প্রতিরোধ
পাথর কাদা শেওলা নিয়ে আমার সংসার

এ দেশে ঢের অন্ধকারের রাজা।

হঠাৎ যে কে

হঠাৎ যে কে বুকের মধ্যে ডেকে উঠলো, শোভন
ঝাপটা খেয়ে প্রতিধ্বনি ফিরিয়ে দিলো, শোভন
অন্ধকারে পথ হারালে যেমন কণ্ঠে ডাকে, তেমন আমায়
ঝাপসা কণ্ঠে বালক কণ্ঠে কে ডাকলো ফের এমন মধ্যবেলায়
তীক্ষ্ণ ছুরির মতন আমার কানে বিঁধলো···শোভন···

দীর্ঘ ক্লান্ত উটের সারির দিন চলেছে পৌনপুনিক দিন
চিবিয়ে কাঁটা রক্ত গড়ায় কষে
কেবল বালি অসীম বালি বালির পরে বালি কেবল বালি
ভীষণ আলোয় দিকদিগন্ত হারিয়ে গেছে অন্ধকারের মতন
ঘুমে মলিন বালক কণ্ঠ কানে বিঁধলো যেন তীক্ষ্ণ ছুরি
হঠাৎ যে কে এমন করে ডেকে উঠলো, শোভন!
বালির পরে বালির স্তূপে প্রতিধ্বনি ফিরিয়ে আনে,
শোভন···শোভন···শোভন·

কোনো হাতের কোমলতার, কোনো চোখের ছায়ার শীতলতা,
কোনো প্রেমের গভীর দীঘি, কোনো স্মৃতির বিলোল মদিরতার
কোথাও কোনো চিহ্ন নেই, এমন কি নেই কুটিল মরীচিকার
হাতছানিও···দিন চলেছে পৌনপুনিক উটের সারির মতন
হাওয়ার শাসন পিছন দিকে মুছে দিচ্ছে পায়ে চলার দাগ
ঘোর নেশায় পেরিয়ে যাচ্ছি কোনখানে কোন দেশের থেকে কোথায়
কোথায় যে এই মধ্যবেলায় এমন একা বুকের ভিতর হঠাৎ
সমস্ত শূন্যতার মধ্যে ভীষণ কণ্ঠে ডেকে উঠলো, শোভন

চিনতে আমি পারছিনা কে এমন ভাবে ডেকে উঠলো, শোভন
কোথাও চেনার চিহ্ন নেই, সকল চেনা ভুলে গিয়েছি, চেনার
সহজ সূত্র মেলেনা আর, সকল দাগ হাওয়ায় মুছে গেছে
আলোর ভীষণতার ভিতর দিকদিগন্ত হারিয়ে যায় যেমন
বক্ষ জুড়ে দারুণ তৃষ্ণা, নেশার ঘোরে পেরিয়ে যাচ্ছি কোথায়

জলের মতন কণ্ঠে আমায় হঠাৎ যে কে ডেকে উঠলো, শোভন···
ভ্রষ্ট স্মৃতির কোথাও নেই দীঘির রেখা।···বুঝি কোথাও ছিলো
কঠোর রোদে শুকিয়ে গিয়ে পায়ের নিচে জলের কণ্ঠে
কেঁদে মরছে, শোভন ?

এই সব কবিতা বিভিন্ন সময়

কবিতা

দেশ

আনন্দবাজার পত্রিকা

পূর্বাশা

পরিচয়

গাঙ্গেয়

গণবার্তা

কালপুরুষ

সবুজ শিখা

ধ্রুপদী

জীবনায়ন

ত্রিধারা

তরুণের স্বপ্ন

একক

কৃত্তিবাস

আধুনিক কবিতা

উচ্চারণ

বসুমতী ও

উত্তরসূরীতে প্রকাশিত হয়েছে